# মাধ্যমিক ভূগোল সাজেশন ২০২০ ও সাফল্য লাভের টিপস

সৌরভ সরকার (সম্পাদক, মিশন জিওগ্রাফি ইন্ডিয়া, গোদাগাড়ী, মুর্শিদাবাদ)

সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা দিতে চলেছে তারা। স্বাভাবিক ভাবেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে টেনশন শুরু হয়ে গেছে। আর তাদের মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ভয়। তারা সমসময় ভাবছে- পরীক্ষায় কি লিখবো? কিভাবে লিখলে ভালো নম্বর পাবো? কোন প্রশ্নগুলো বেশি করে পড়বো? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আজ দেওয়া হবে এবং তোমাদের মনের ভয় দূর হবে আজকে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভয় ও টেনশন দূর করার জন্য আজ আমরা নিয়ে এসেছি "মাধ্যমিক ভূগোল সাজেশন ২০২০" এবং মাধ্যমিক ভূগোলে সাফল্য লাভের কিছু টিপস।

**মাধ্যমিক ২০২০ ভূগোল পরীক্ষার তারিখঃ**

WBBSE বোর্ডের রুটিন অনুযায়ী মাধ্যমিক ভূগোল পরীক্ষা হবে ২০ই ফেব্রুয়ারী ২০২০।

**মাধ্যমিক ২০২০ ভূগোল পরীক্ষার সময়ঃ**

মাধ্যমিক ভূগোল পরীক্ষার জন্য মোট নির্ধারিত সময় হলো 3 ঘন্টা 15 মিনিট। প্রথম 15 মিনিট প্রশ্নপত্র দেখার জন্য দেওয়া হবে এবং বাকি 3 ঘন্টা লেখার জন্য। পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর 11:45 থেকে এবং পরীক্ষা শেষ হবে বিকাল 3 টা।

**মাধ্যমিক ভূগোল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরনঃ**

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুযায়ী, মাধ্যমিক ভূগোলে মোট ছয়টি বিভাগ থেকে প্রশ্ন আসবে। প্রতিটি বিভাগের প্রশ্ন বিভাজন কেমন তা নীচে দেওয়া হলো-

**বিভাগ-ক (বহুবিকল্পধর্মী প্রশ্ন):**

এই বিভাগে মোট 14টি MCQ প্রশ্ন আসবে এবং প্রতিটি প্রশ্নের মান-1। এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না।

**বিভাগ-খ (অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন):**

এই বিভাগে থাকবে দু'একটি শব্দের উত্তর, শূন্যস্থান পূরণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্বাচন ও স্তম্ভ মেলানো। মোট 26টি প্রশ্ন থাকবে, করতে হবে 22 টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের মান-1.

**বিভাগ-গ (সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন):**

এই বিভাগে মোট 12টি প্রশ্ন থাকবে এবং উত্তর দিতে হবে 6টি প্রশ্নের। প্রতিটি প্রশ্নের মান-2 এবং প্রতিক্ষেত্রে বিকল্প প্রশ্ন থাকবে। প্রাকৃতিক ভূগোলের অধ্যায় থেকে চারটি প্রশ্নের মধ্যে দুটি করতে হবে। বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা অধ্যায় থেকে দুটির মধ্যে একটি, ভারতের ভূগোল থেকে চারটি প্রশ্নের মধ্যে দুটি করতে হবে এবং উপগ্রহ চিত্র অধ্যায় থেকে দুটি প্রশ্নের মধ্যে একটি করতে হবে।

**বিভাগ-ঘ (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন):**

এই বিভাগে আটটি প্রশ্নের মধ্যে চারটির উত্তর করত হবে। প্রতিটি প্রশ্ন মান-3 । প্রাকৃতিক ভূগোল, বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা, ভারতের ভূগোল এবং উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র অধ্যায় থেকে যথাক্রমে একটি করে প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের একটি করে বিকল্প প্রশ্ন থাকবে।

**বিভাগ-ঙ (দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন):**

এই বিভাগে মোট আটটি প্রশ্ন থাকবে এবং এর মধ্যে চারটি প্রশ্ন করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-5 । প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে চারটি প্রশ্নের মধ্যে দুটি এবং ভারতের ভূগোল থেকে চারটি প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা এবং উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

**বিভাগ-চ (মানচিত্র চিহ্নিতকরণ):**

এই বিভাগে দশটি মানচিত্র উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিতকরণ করতে হবে। প্রশ্নমান-1। ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে 5টি এবং ভারতের অর্থনৈতিক ভূগোল থেকে 5টি মানচিত্র চিহ্নিতকরণ থাকবে। এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প থাকবে না।

## মাধ্যমিক ভূগোলে সাফল্য লাভের টিপসঃ

1. যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে হবে।
2. পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা হতে হবে।
3. প্রাকৃতিক ভূগোলে অবশ্যই প্রয়োজনমতো চিত্র অঙ্কন করতে হবে (চিত্র সহযোগে উত্তরের ক্ষেত্রে নম্বরের বিভাজন: 1.5+3.5=5)।
4. লেখায় উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা দিতে হবে।
5. খাতায় প্যারাগ্রাফের মাঝখানে চিত্রের জন্য আলাদা জায়গা ব্যবহার করতে হবে।
6. কালো কালি দিয়ে মার্জিন, এবং সবুজ অথবা নীল কালি দিয়ে প্যারাগ্রাফের হেডিং এবং মূল বিষয়গুলি আন্ডারলাইন করা।
7. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে মাথায় রাখবে, পয়েন্টভিত্তিক উত্তর লিখলে নম্বর ভালো পাবে। 2 নম্বরের প্রশ্নে 2-3টি, 3 নম্বরের প্রশ্নে 3-4টি এবং 5 নম্বরের প্রশ্নে 5-6টি পয়েন্ট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবে।
8. কোনো পার্থক্য লেখার সময় চার থেকে ছ'টি পার্থক্য বিষয় উল্লেখ করে লিখবে।

9. প্রতিটি বিষয়বস্তু পড়ার সময় ওই বিষয়ে অনুশীলনীর সমস্ত প্রশ্ন, বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় আগত প্রশ্ন ও টেস্ট পেপারের প্রশ্নগুলির উত্তর তৈরি করে নিতে হবে।

10. উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির তলায় দাগ টেনে দাও অর্থাৎ আন্ডারলাইন করো যাতে শিক্ষকের চোখে পড়ে।

11. উত্তর লেখার সময় যতটা সম্ভব টেবল, ফ্লো চার্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করো।

12. ম্যাপ পয়েন্টিং অংশটিই প্রশ্নপত্রের সবচেয়ে স্কোরিং পার্ট। এ ক্ষেত্রে পর্বত, নদী, হ্রদ, কোনও একটি বিশেষ অঞ্চল (ধান ও গম উৎপাদক অঞ্চল, শিল্প কেন্দ্র), কোনো একটি বিশেষ জায়গা (যেমন- রাজধানী, শহর) ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে। এখানে যথাসম্ভব সঠিক জায়গাটি দেখানোর চেষ্টা করতে হবে। জায়গাগুলি পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে সেখানে জায়গার নাম এবং পাশে একটি বক্স করে চিহ্নগুলি দিয়ে পর্বত, নদনদী, শহর ইত্যাদির প্রতীক চিহ্নগুলি দেখাতে হবে। নিখুঁত ও সুস্পষ্ট পয়েন্টিং ভাল নম্বর তুলতে সাহায্য করবে।

13. টেস্ট পেপারে থাকা সমস্ত MCQ, শূন্যস্থান পূরণ, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, স্তম্ভ মেলানো, দু-একটি শব্দে উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলি (মান-1) সমাধান করার চেষ্টা করো এবং সেগুলো একটি খাতায় লিখে রাখো। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে এগুলো ব্যাপক কাজে লাগে।

14. মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে বাড়িতে বসেই টেস্ট পেপার থেকে ঘড়ি ধরে 3-4টি পরীক্ষা দাও।

15. সবশেষে বলি, পড়াশোনা একটি সাধনা। ধৈর্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পড়াশোনা করলে সফল হবেই।

# মাধ্যমিক ভূগোল সাজেশন ২০২০

**বিভাগ-ক (মোট 14টি করতে হবে) 1x14= 14**

এই বিভাগ থেকে মোট 14টি MCQ প্রশ্ন আসবে।

**বিভাগ-খ (মোট 22টি করতে হবে) 1x22= 22**

এই বিভাগ থেকে 6 টি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, 6টি শূন্যস্থান পূরণ, 6টি একটি বা দুটি শব্দে উত্তর এবং 4টি বামদিকের সাথে ডানদিক মেলানো আসবে।

**বিদ্রঃ বিভাগ-ক ও বিভাগ-খ এর জন্য ভালো করে পাঠ্যপুস্তক খুঁটিয়ে পড়ো এবং টেস্ট পেপার -এর প্রশ্নগুলি সমাধান করো তাহলেই হয়ে যাবে।**

**বিভাগ-গ (মোট ছয়টি করতে হবে) 2x6=12**

- **প্রাকৃতিক ভূগোল (দুটি করতে হবে):**

*1.ষষ্ঠঘাতের সূত্র কী? 2. জলবিভাজিকা কি? ধারণ অববাহিকা কি? **3. হিমপ্রাচীর, গিরিখাত, খরস্রোত, ঝুলন্ত উপত্যকা, বার্খান, সিফ বালিয়াড়ি, বালিয়াড়ি, বহিঃধৌত সমভূমি, পেডিমেন্ট, ড্রামলিন, গৌর, ইয়ারদাঙ, ফিয়র্ড, ধান্দ, খ্রিয়ান, মিয়েন্ডার কি? 4. হিমরেখা ও হিমপ্রাচীর কি? 5. ফেরেলের সূত্র কী? 6. অ্যালবেডো কী? সমচাপ, সমস্বোরেখা কাকে বলে? 7. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কাকে বলে? 8. ইনসোলেশন কী? 9. বৈপরীত্য উত্তাপ কী? এল নিনো কী? 10. অশ্ব অক্ষাংশ ও ডোলড্রাম কি? ঘূর্ণবাতের চক্ষু কাকে বলে? **11. গৌণ জোয়ার ও মুখ্য জোয়ার কী? ভরা জোয়ার ও মরা জোয়ার কী? মগ্নচড়া কী? 12. বানডাকা কী? ষাঁড়াষাঁড়ি বান বলতে কী বোঝ? **13. সিজিগি, অ্যাপোজি, পেরিজি, শৈবাল সাগর কী?

- **পরিবেশ ভূগোল (একটি করতে হবে):**

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: 1. 4R কী? **2. কঠিন, তরল, গ্যাসীয় ও বিষাক্ত বর্জ্যের দুটি করে উদাহরণ দাও? চিকিৎসা সংক্রান্ত ও জৈব বর্জ্যের উদাহরণ দাও। *3. বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ বলতে কী বোঝ? 4. ল্যান্ডফিল কী? **5. E-Waste কী? BOD কী? 6. কম্পোস্ট সার কী? 7. জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য কাকে বলে? ইউট্রোফিকেশন কী? স্ক্রাবার কী?

- **ভারতের ভূগোল (দুটি করতে হবে):**

1.রবি শস্য ও খারিফ শস্যের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ? জায়িদ শস্য কী? রেটুন পদ্ধতি? 2. সবুজ বিপ্লব কী? এর দুটি ফলাফল লেখ? **3. সামাজিক বনসৃজনের দুটি উদ্দেশ্য লেখ? কৃষি বনসৃজন বলতে কী বোঝ? বহুমুখী নদী পরিকল্পনার দুটি উদ্দেশ্য লেখ? **4. সোনালী চতুর্ভুজ কী? কাম্য জনসংখ্যা কী? মহানগর কী? মেগাসিটি কী? আদমসুমারী কী? জনঘনত্ব কী? 5. SAIL কী? ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কী? অনুসারী শিল্প কী? 6. ম্যানগ্রোভ অরণ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ? 7. মৌসুমী বিস্ফোরণ কী? **8. ডেকানট্রাপ, বিশুদ্ধ কাঁচামাল, আশ্বিনের ঝড়, আউটসোর্সিং, দুন, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, ভারতের ম্যানগ্রোভ অরণ্য, পশ্চিমি ঝঞ্ঝা, হিমালয়ের দুটি গিরিপথ, মিশ্র কৃষি, বাগিচা কৃষি, পুনঃ রপ্তানি বন্দর কী, ল্যাটেরাইট ও রেগুর মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, নগরায়ণ বলতে কী বোঝ? পেট্রো-রসায়ন শিল্পের কাঁচামাল কি কি?

- **উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র (একটি করতে হবে):**

*1.দূর সংবেদন কী? GPS, GIS কী? *2. EMR, FCC, TCC, Pixel, Sensor, B.M কী? 3. R.F. কী? **উপগ্রহ চিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার, গুরুত্ব লেখ? 4. সক্রিয় সেন্সর ও নিষ্ক্রিয় সেন্সরের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ? **5. ভূ-বৈচিত্রসূচক মানচিত্র কী? দুটি বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার? **6. জিও-স্টেশনারী ও সান-সিনক্রোনাস উপগ্রহ কী?

**বিভাগ-ঘ (মোট চারটি করতে হবে) 3x4= 12**

- **প্রাকৃতিক ভূগোল (দুটি থাকবে একটি করতে হবে):**

1. জলপ্রপাত কিভাবে সৃষ্টি হয়? অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ কিভাবে সৃষ্টি হয়? 2. জলপ্রপাত উৎসের দিকে সরে যায় কেন? অথবা জলপ্রপাত পশ্চাদপসরণ করে কেন? **3. ঝুলন্ত উপত্যকা সৃষ্টির কারণ লেখ? বদ্বীপ গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ লেখ? **4. ঘনীভবনের যেকোনো তিনটি রূপের বিবরণ দাও?

*5. ওজন স্তর বিনাশের কারণ ও ফলাফল লেখ? 6. মৌসুমী বায়ুর ওপর জেট বায়ুর প্রভাব লেখ? 7. **পার্থক্য লেখঃ রসে মোতানে ও ড্রামলিন, মন্থকূপ ও প্রপাতকূপ, গিরিখাত ও ক্যানিয়ন, নদী উপত্যকা ও হিমবাহ উপত্যকা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও চরম আর্দ্রতা, অ্যানাবেটিক ও ক্যাটাবেটিক, ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত, পরিচালন ও শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত। **8. পূর্ণিমার জোয়ার অপেক্ষা অমাবস্যার জোয়ার বেশি শক্তিশালী হয় কেন? 9. নিরক্ষীয় অঞ্চলে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয় কেন? 10. বিশ্ব উষ্ণায়নে গ্রিন হাউস গ্যাসের ভূমিকা কী? 11. মরুভূমির সম্প্রসারণের কারণ ও রোধের উপায়?

- **পরিবেশ ভূগোল (একটি করতে হবে):**

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: 1.জৈবভঙ্গুর ও অজৈবভঙ্গুর বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখ? 2. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপায়গুলি লেখ? 3. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় '3R'/'4R' এর ভূমিকা আলোচনা করো। 4. ভাগীরথী ও হুগলী নদীর ওপর বর্জ্যের প্রভাব লেখো। **অথবা পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব লেখ। **5. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা গুলি কী?

- **ভারতের ভূগোল (একটি করতে হবে):**

1.করমণ্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় কেন? 2. ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মোহনায় ব-দ্বীপ গড়ে উঠেনি কেন? **3. টীকা লেখঃ বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (DVC)। **4. ভারতীয় কৃষির তিনটি সমস্যা লেখ? **5.ভারতের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম গুলি কি কি? 6. ভারতে রেলপথের গুরুত্ব লেখ? অথবা ভারতের জীবনরেখা রেলপথকে বলা হয় কেন? **ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা গুলি কি কি? 7. ভারতের কৃষিতে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা লেখ? 8. পার্থক্য: পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয়, ল্যাটেরাইট ও লোহিত মৃত্তিকা, *9. মৌসুমি বায়ুর ওপর জেট বায়ুর প্রভাব লেখ? ভারতীয় কৃষির ওপর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লেখ?

- **উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র (একটি করতে হবে):**

**1.জিও-স্টেশনারী ও সান-সিনক্রোনাস উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখ? **2. উপগ্রহ চিত্র ও ভূ-বৈচিত্রসূচক মানচিত্রের প্রধান তিনটি পার্থক্য লেখো 3. উপগ্রহ চিত্রের তিনটে গুরুত্ব বা ব্যবহার লেখ? 4. উপগ্রহ চিত্রে ছদ্ম রং ব্যবহার করা হয় কেন? **5. 'বর্তমানে ভূ-বৈচিত্রসূচক মানচিত্র অপেক্ষা উপগ্রহ চিত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণ'-যুক্তি দিয়ে লেখো। ভূ-বৈচিত্রসূচক মানচিত্রের ব্যবহার বা গুরুত্ব।

## বিভাগ-ঙ (মোট চারটি করতে হবে) 5x4= 20

- **প্রাকৃতিক ভূগোল (যেকোনো দুটি করতে হবে):**

1.বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপ চিত্রসহ আলোচনা করো।
2. বায়ুর সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপ চিত্রসহ আলোচনা করো।
**3. হিমবাহের ক্ষয়কার্যের/সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।
*4. নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র বিবরণ দাও।
**5. উষ্ণতার তারতম্যের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস করো।
6. বায়ুচাপ বলয়ের সঙ্গে নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক আলোচনা করো।
*7. চিত্রসহ নিয়ত বায়ুপ্রবাহের শ্রেণীবিভাগ করো।
**8. বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ ও প্রভাব লেখ।
*9. বৃষ্টিপাত কয় প্রকার ও কি কি? যেকোনো একপ্রকার বৃষ্টিপাত চিত্রসহ বিবরণ দাও।
**10. বায়ুর উষ্ণতার/চাপের তারতম্যের পাঁচটি কারণ লেখ।
11. ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু/তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চলের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
**12. সমুদ্রস্রোতের প্রভাবগুলি লেখ।
13. ভরা কটাল ও মরা কটাল চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
**14. জোয়ার-ভাটার ফলাফল লেখ।

- **আঞ্চলিক ভূগোল (যেকোনো দুটি করতে হবে):**

**1.পার্থক্য লেখঃ পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূল।
**2. দাক্ষিণাত্য মালভূমির ভূ-প্রকৃতি আলোচনা করো।
*3. প্রস্থ বরাবর হিমালয়ের শ্রেণীবিভাগ করো।
4. ভারতের পশ্চিম হিমালয়ের বিভাগ গুলি চিত্র সহ বর্ণনা কর।
5. ভারতের তিনটি প্রধান নদীর গতিপথ উল্লেখ করো।
6. ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করো এবং যেকোনো তিনটি সম্পর্কে আলোচনা করো।
7. ভারতীয় জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
**8. ভারতীয় কৃষির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
**9. ভারতীয় কৃষির সমস্যা ও সমাধান লেখ।

www.missiongeographyindia.in

***10. ভারতে ধান/চা*/কফি/কার্পাস/ইক্ষু চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।

11. ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব লেখ।

**12. পূর্ব-মধ্য ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পের উন্নতির কারণ কী লেখো।

13. পাঞ্জাব-হরিয়াণাতে কৃষিকাজে উন্নতির কারণ কি? যুক্তি সহ লেখো।

**14. পশ্চিম ভারতে কার্পাস শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

**15. ভারতে অসম জনসংখ্যা বন্টনের কারণ লেখ।

*16. ভারতে নগরায়নের সমস্যা ও সমাধান লেখ।

## বিভাগ-চ (মোট দশটি করতে হবে) 1x10= 10

- ভারতের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করো:

**1.ভারতের ভূ-প্রকৃতিঃ** কারাকোরাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাদেবী, বিন্ধ্যপর্বত, সাতপুরা পর্বত, নীলগিরি, মেঘালয় মালভূমি, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, থর মরুভূমি, কচ্ছের রণ, আরাবল্লী পর্বত, আনাইমালাই, কঙ্কোন উপকূল, মালাবার উপকূল, করমণ্ডল উপকূল, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, শিবালিক।

**2. ভারতের নদনদীঃ** গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী, লুনি, নর্মদা, ব্রহ্মপুত্র নদ, চিল্কা হ্রদ, পুলিকট হ্রদ, সম্বর হ্রদ, লোকটাক হ্রদ, ডাল হ্রদ, ভেম্বানাদ কয়াল, পকপ্রণালী, ১০ ডিগ্রি চ্যানেল।

**3. ভারতের জলবায়ুঃ** বছরে দুবার বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল, সর্বাধিক বর্ষণসিক্ত অঞ্চল, একটি বৃষ্টিছায় অঞ্চল।

**4. ভারতের মৃত্তিকাঃ** ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অঞ্চল, পলিমৃত্তিকা অঞ্চল, কৃষ্ণমৃত্তিকা, সিরোজেম মৃত্তিকা বলয়, লবণাক্ত মৃত্তিকা অঞ্চল।

**5. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদঃ** বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য (সুন্দরবন), শুষ্ক পর্ণমোচী বনভূমি, কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় অঞ্চল, সাভানা তৃণভূমি অঞ্চল, ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অঞ্চল।

**6. ভারতের কৃষিঃ** প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চল, গম উৎপাদক অঞ্চল, চা উৎপাদক অঞ্চল, দক্ষিণ ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চল, কফি উৎপাদক অঞ্চল, ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল, পশ্চিম ভারতের কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল, মিলেট উৎপাদক অঞ্চল ।

**7. ভারতের শিল্পঃ** পশ্চিম ভারতের কার্পাস শিল্প কেন্দ্র, পূর্ব ভারতের লৌহ-ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প কেন্দ্র, ভারতের রূঢ় (দুর্গাপুর), ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার (আমেদাবাদ), তৈল শোধনাগার, ডিগবয় তৈলখনি, হুগলি শিল্পাঞ্চল, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র (চিত্তরঞ্জন), জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র, মোটরগাড়ি নির্মাণকেন্দ্র।

**8. ভারতের জনসংখ্যাঃ** সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ শহর, সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ অঞ্চল, সর্বনিম্ন জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্য।

**9. ভারতের পরিবহন ও যোগাযোগঃ** শুল্কমুক্ত বন্দর (কান্দালা), বিশাখাপত্তনম, বেঙ্গালুরু, হলদিয়া বন্দর, পারাদ্বীপ, গভীরতম বন্দর, আন্তদেশীয় বিমানবন্দর, পূর্ব রেলের সদর দপ্তর, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, পরিপূরক বন্দর, মার্মাগাও বন্দর।

**10. অন্যান্যঃ** ভারতের দক্ষিণতম স্থলবিন্দু, কোচি, শ্রীনগর, দিল্লি, চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই, কাশ্মীর উপত্যকা, সিলিকন ভ্যালি (বেঙ্গালুরু), ভারতের উত্তরতম স্থান, মরুস্থলী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, পণ্ডিচেরী, পাটনা, এলাহাবাদ চন্ডীগড়, নাগপুর, ট্রাম্বে, বারাণসী।


**প্রশ্ন সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন**

9735337699 (WhatsApp)

www.missiongeographyindia.in